ছুটি, চাকরি ও অন্যান্য বিষয়ের আবেদন পত্র

ছুটির আবেদন পত্র

ছুটির আবেদনে বিশেষ প্রয়োজনীয় বক্তব্যটুকু উপস্থাপিত হয়। বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছুটির আবেদনে কোন বাহুল্য কথা থাকে না, মূল আবেদনটি যথাযথভাবে তুলে ধরাই এর লক্ষ্য। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটির আবেদন করতে হয়। ছুটির কারণ উল্লেখ করা একান্তই অপরিহার্য। উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারলেই ছুটি মঞ্জুর হয়। ছুটির কারণ অনুসারে ছুটির ধরন নির্ণীত হয়। যেমন নৈমিত্তিক ছুটি, চিকিৎসা ছুটি ইত্যাদি।

ছুটির আবেদনে যথাযথ কারণ দেখিয়ে সে ধরনের ছুটি নিতে হবে। ছুটির কারণ অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হতে হবে। কয়দিনের জন্য ছুটি তার তারিখ উল্লেখ করাও দরকার।

পত্র ৮৮ ॥ নৈমিত্তিক ছুটির জন্য একটি আবেদন পত্র রচনা কর।

অধ্যক্ষ,
শহীদ স্মৃতি কলেজ,
মুক্তাগাছা সমীপে।

বিষয় ঃ **নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আগামীকাল ১৫ই পৌষ, ১৪০৩/২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬, বৃহস্পতিবার অনিবার্য কারণে মহাবিদ্যালয়ে আসতে পারব না।

তাই দয়া করে আমাকে উক্ত দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করার বিনীত অনুরোধ করছি।

আপনার অনুগত,
কানিজ ফাতেমা
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
শহীদ স্মৃতি কলেজ।

মুক্তাগাছা
১৪ই পৌষ, ১৪০৩

পত্র ৮৯ ॥ শারীরিক অসুস্থতাবশত অফিসের কাজে উপস্থিত থাকতে অসমর্থ হওয়ায় তিন দিনের নৈমিত্তিক ছুটি প্রার্থনা করে অফিস প্রধানের উদ্দেশ্যে একখানা ছুটির আবেদন পত্র রচনা কর।

নির্বাহী পরিচালক,
গণশিক্ষা কার্যক্রম
ঢাকা সমীপে।

বিষয় ঃ **ছুটির আবেদন।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য গত ২০শে থেকে ২২শে ডিসেম্বর, ৯৬ অফিসের কাজে যোগদান করতে পারিনি।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
নূরুল হোসেন
সহকারী পরিচালক

ঢাকা
২৩-১২-৯৬

পত্র ৯০ ॥ তুমি শারীরিক অসুস্থতার জন্য সাতদিন অফিসে উপস্থিত হতে পারনি। চিকিৎসকের প্রমাণপত্রসহ ছুটির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ।

মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,
বাংলাদেশ, ঢাকা
সমীপে।

বিষয় ঃ **ছুটির আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি গত ১লা থেকে ৭ই পৌষ, ১৪০৩/১৫ই থেকে ২১শে ডিসেম্বর, ৯৬ অফিসে আসতে পারিনি। অসুস্থতা সম্পর্কিত চিকিৎসকের প্রমাণপত্র এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাকে উক্ত সাতদিনের ছুটি মঞ্জুর করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

একান্ত অনুগত,
নাজনীন সুলতানা
গবেষণা সহকারী

ঢাকা
৮ই পৌষ, ১৪০৩

পত্র ৯১ ॥ কলেজ পরিদর্শকের কাছে ছুটি প্রার্থনা করে আবেদন পত্র রচনা কর।

মাননীয় কলেজ পরিদর্শক,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
রাজশাহী সমীপে।

বিষয় ঃ **মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে ছুটি প্রার্থনা।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, অত্র মহাবিদ্যালয়ে আপনার শুভাগমন ও সানুগ্রহ পরিদর্শনের জন্য আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। আপনার পরিদর্শনের সম্মানার্থে আগামীকাল ১৪ই পৌষ, ১৪০৩, বুধবার আমরা ছুটি প্রার্থনা করছি।

দয়া করে মহাবিদ্যালয়ে ছুটি মঞ্জুর করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নাটোর
১৩ই পৌষ, ১৪০৩

আপনার একান্ত অনুগত,
নাটোর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

পত্র ৯২ ॥ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাড়ি যাবার জন্য ছুটি চেয়ে ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের কাছে একটি আবেদন পত্র রচনা কর।

তত্ত্বাবধায়ক,
দক্ষিণ ছাত্রাবাস
কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
রংপুর সমীপে।

বিষয় ঃ **ছুটি মঞ্জুর ও বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আগামী ৯ই পৌষ, ১৪০৩/২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬, শুক্রবার আমাদের গ্রামের বাড়িতে আমার দাদার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে। তাই আমার উপস্থিতির জন্য আমার পিতা নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখেছেন।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত অনুষ্ঠানে যথাসময়ে অংশগ্রহণের জন্য আগামী ৮ই থেকে ১০ই পৌষ, ১৪০৩/২২শে থেকে ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করার এবং ছাত্রাবাস ত্যাগ করে বাড়ি যাবার অনুমতি দানের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার একান্ত অনুগত,
আফজাল হোসেন
একাদশ শ্রেণী, মানবিক
রোল নং ১০

রংপুর
৭ই পৌষ, ১৪০৩

পত্র ৯৩ ॥ বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের কাছে একখানি আবেদনপত্র রচনা কর।

অধ্যক্ষ,
বরিশাল কলেজ,
বরিশাল সমীপে।

বিষয় ঃ **বিনা বেতনে পড়ার আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, উপরোক্ত বিষয়ে সহানুভূতিশীল বিবেচনার জন্য আমি নিম্নলিখিত বক্তব্যের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। আমি বিগত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার বিগত জীবনের পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই উত্তম।

২। আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। আমার পিতা অল্প বেতনের সরকারী কর্মচারী। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আমার তিন ভাইবোনের ব্যয় নির্বাহ তাঁর পক্ষে কঠিন। আমার পিতার মাসিক আয় মাত্র ৩০০০/- টাকা।

৩। আমি প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি লাভ করে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছি।

৪। আমি ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকি এবং শ্রেণী পরীক্ষায় সব বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দান করে আমার জীবন গঠনে সহায়তা করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র,
খালিদ হোসেন
একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান শাখা
রোল নং ১৫
বরিশাল কলেজ।

বরিশাল
২৫.৭.৯৬

পত্র ৯৪ ॥ তোমার পাড়ায় একটি টিউবওয়েল বসানোর জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়ে পত্র লেখ।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিভাগ,
ময়মনসিংহ সমীপে।

বিষয়ঃ **নলকূপ স্থাপনের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, ময়মনসিংহ শহরের দক্ষিণাংশে পাট গুদাম এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং নিম্ন আয়ের লোকেরা সেখানে বসবাস করে। পাড়ায় পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। যে কয়টি নলকূপ ছিল তা দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় রয়েছে। এগুলোর সংস্কার প্রচেষ্টাও কোন কাজে লাগেনি। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে এলাকায় প্রায়ই অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। জনস্বাস্থ্যের খাতিরে এলাকায় একটি নলকূপ স্থাপন একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে, আমাদের এলাকায় দীনদরিদ্র মানুষের উপকারার্থে একটি নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
সাদিক আহমদ
১০, পাট গুদাম
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ
২৫.১.৯৬

পত্র ৯৫ ॥ কলেজ থেকে একটি ছাত্রদলকে শিক্ষা সফরে প্রেরণের আবেদন জানিয়ে অধ্যক্ষের নিকট একটি দরখাস্ত লেখ।

মাননীয় অধ্যক্ষ,
শ্রমিক কলেজ,
কালীগঞ্জ,
গাজীপুর সমীপে।

বিষয়ঃ **শিক্ষা সফরে প্রেরণের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষের শেষে শীতকালীন ছুটি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে একটি শিক্ষা সফরে কাটানোর আশা প্রকাশ করছি। প্রতি বছরের মত এবারও ত্রিশ সদস্যের একটি নির্বাচিত দল শিক্ষা সফরে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সফরের এলাকা হিসেবে আমরা নির্বাচন করেছি উত্তর বঙ্গকে, যেখানে মরণ বাঁধ ফারাক্কার প্রতিক্রিয়ায় মরুভূমির দশা লাভ করতে যাচ্ছে প্রিয় মাতৃভূমির বিশাল এলাকা।

ফারাক্কার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ায় রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গের যে বিশাল এলাকায় বিপন্ন মানুষের হাহাকার উঠছে তা আমরা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে চাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ কেমন ভয়াবহ হয়ে উঠছে তা প্রত্যক্ষ করার জন্যই আমাদের এই সফরের পরিকল্পনা।

এই সফর এক সপ্তাহের জন্য হবে এবং এর ব্যয়ভার বহন করবে অংশগ্রহণকারীরা। মাননীয় অধ্যক্ষের অনুমতি পেলে আমরা অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করব এবং সফরের এলাকায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করব। সফর আগামী ২৪শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে।

সদয় অনুমতির জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত,
আহমদ রেজা (দলনেতা)
সহকারী সম্পাদক, কলেজ ছাত্র সংসদ

কালীগঞ্জ
১৫-১২-৯৬

পত্র ৯৬ ॥ বনভোজন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তোমার শ্রেণীর পক্ষ থেকে অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদন পত্র রচনা কর।

কুমিল্লা সরকারী কলেজ
১-১২-৯৬

মাননীয় অধ্যক্ষ,
কুমিল্লা সরকারী কলেজ,
কুমিল্লা সমীপে।

বিষয়ঃ **বনভোজনের অনুমতি প্রার্থনা।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বিগত বছরের মত এবারও বনভোজনে অংশগ্রহণ করতে চাই। আগামী ১০ই ডিসেম্বর এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে শহরের উপকণ্ঠে লালমাই

পাহাড়ে। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ময়নামতির বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আর যাদুঘর অনন্য আকর্ষণীয় বলে আমাদের কাছে বিবেচিত। শুধু বনভোজনের আনন্দ উপভোগই নয়, আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সাথে পরিচয়ের দুর্লভ সুযোগ দিবে এই বনভোজনের আয়োজন।

বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবদুর রফিক আমাদের পরিচালনায় থাকবেন বলে সদয়-সম্মতি দিয়েছেন। আমাদের জন্য ছাত্রসংসদ থেকে বরাদ্দ অর্থ এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত চাঁদায় এই বনভোজনের ব্যয় নির্বাহ হবে। আমরা সকাল সাতটায় কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা করব এবং বিকাল পাঁচটায় কলেজ প্রাঙ্গণে ফিরে আসব।

এই প্রেক্ষিতে বনভোজনের অনুমতি দানের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

একান্ত অনুগত,
আমিন আহমদ
দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে।

পত্র ৯৭ ॥ বেতার নাটকে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ।

আঞ্চলিক পরিচালক,
রেডিও বাংলাদেশ
সিলেট কেন্দ্র সমীপে।

বিষয়ঃ **বেতার নাটকে অংশগ্রহণের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি বেতার থেকে প্রচারিত নাটকে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষ আগ্রহী।

এ ব্যাপারে আমার যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত করতে চাই যে, আমি কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকি। নাট্যাভিনয়, তাৎক্ষণিক অভিনয়, বক্তৃতা, বিতর্ক, গল্প বলায় আমি বিশেষ পারদর্শিতার জন্য বিভিন্ন সময়ে পুরস্কৃত হয়েছি। আমার বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর বেতার নাটক উপযোগী।

বেতার নাটকে অভিনয়ের জন্য আমার অধ্যক্ষ ও অভিভাবকের সম্মতি রয়েছে।

আমাকে বেতার নাটকে অংশগ্রহণের সুযোগ দান করলে বাধিত হব।

বিনীত
ফারজানা ফাহিম
দ্বাদশ শ্রেণী
সিলেট সরকারী কলেজ, সিলেট।

সিলেট.
১. ৮. ৯৬

পত্র ৯৮ ॥ তোমার এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট একটি দরখাস্ত লেখ।

মহাপরিচালক,
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ
ঢাকা
সমীপে।

বিষয় ঃ **প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, মুন্সীগঞ্জ জেলার পলাশতলী গ্রামটি শিক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাদপদ। তিন বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই গ্রামে কোন বিদ্যালয় না থাকায় বিপুল সংখ্যক শিশুর পক্ষে খাল-বিল পেরিয়ে পাশের গাঁয়ের বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শিশুরা নিরক্ষর থেকে দেশে অশিক্ষার ভয়াবহ পরিস্থিতিকেই উদ্বেগাকুল করে তুলছে।

বর্তমান সরকার দুহাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু কোন বিদ্যালয় না থাকায় এই এলাকায় সরকারের এই মহতী উদ্যোগ ব্যর্থ হতে যাচ্ছে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি স্থানীয় জনগণ দান করতে সম্মত হয়েছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এলাকার বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হবে বলে গ্রামবাসীরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে পলাশতলী গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
মুনিরা মাসুম
পলাশতলী

মুন্সীগঞ্জ
২৫.৮.৯৬

পত্র ৯৯ ॥ তোমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য তোমার জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকট একখানি আবেদন পত্র লেখ।

মাননীয়
ডেপুটি কমিশনার,
ঝালকাঠি জেলা,
সমীপে।

বিষয় ঃ **পাঠাগার স্থাপনের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, ঝালকাঠি জেলার রতনপুর ইউনিয়নটি শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে, তেমনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে গ্রামে এসেছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। গ্রামের এই সমৃদ্ধি ধরে রাখা এবং তা আরও বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ ও সর্বাধুনিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন বলে মনে করি।

এই প্রয়োজন সাধনের জন্য ইউনিয়নে একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজন। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষত জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত বইপত্র এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরকারী ইশতেহার ইত্যাদি সংগৃহীত থাকবে। এলাকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই পাঠাগার ব্যবহার করতে পারবে।

এলাকার একজন ধনাঢ্য ও দানশীল ব্যক্তি পাঠাগারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করতে সম্মত হয়েছেন। ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র, বই-পুস্তক, কর্মচারী ইত্যাদির জন্য আপাতত ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এই প্রেক্ষিতে রতনপুর ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
আসকারী জামান
রতনপুর।

রতনপুর
১.১২.৯৬

পত্র ১০০ ॥ তোমাদের ক্লাবের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন কর।

মাননীয়
জেলা প্রশাসক,
মাগুরা· সমীপে।

বিষয়ঃ **উন্নয়ন কাজের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, মাগুরা নবারুণ সংঘ বিগত দশ বছর ধরে শহরের উপকণ্ঠে কাঞ্চনপুর গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে রূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। নবারুণ সংঘের তরুণ ও উৎসাহী কর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে।

কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে আদর্শ গ্রামের সম্পূর্ণ রূপায়ণ এখনও সম্ভবপর হয়নি। রাস্তাঘাটের সংস্কার, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রভৃতি অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা ছাড়াও সম্প্রতি গৃহীত মৎস্যচাষ প্রকল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর খামার এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে নবারুণ সংঘকে এক লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক
ইমাম আহসান
সম্পাদক
নবারুণ সংঘ, মাগুরা

মাগুরা
১-১২-৯৬

পত্র ১০১ ॥ তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একখানা আবেদন পত্র লেখ।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর
সমীপে।

বিষয় ঃ **বিদ্যুৎ সরবরাহের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, রংপুর শহরের উপকণ্ঠে কাজিপাড়া গ্রামটি একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা। ইতিমধ্যে শহরের সাথে এই গ্রামের যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে এবং শহরের কিছু কিছু প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে। গ্রামের অধিবাসীরা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে ছোট-খাট শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গ্রামের বিপুল সংখ্যক বেকার যুবক নিজেদের বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য পথের সন্ধান করছে।

গ্রামটির উন্নয়নের প্রধান বাধা বিদ্যুতের অভাব। এখন পর্যন্ত এই গ্রামে বিদ্যুতের সংযোগ সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে। অথচ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এই গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গ্রামবাসী জড়িত হয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ খুঁজে পেত এবং জাতীয় জীবনে অবদান রাখাও সম্ভব হত।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজিপাড়া গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, গ্রামবাসীরা এজন্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদর্শনে সম্মত রয়েছে।

নিবেদক
হায়দার হোসেন
কাজিপাড়া গ্রামবাসীর পক্ষে

রংপুর
১.১২.৯৬

পত্র ১০২ ॥ তোমার বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোজনের জন্য বিভাগীয় পরিচালকের নিকট একটি পত্র রচনা কর।

বিভাগীয় পরিচালক,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
জামালপুর উপবিভাগ
সমীপে।

বিষয় ঃ **নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, সম্প্রতি ১০১, কলেজ রোডে আমাদের নিজস্ব জমিতে একটি একতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দানের প্রয়োজন।

বাড়িটিতে গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার সীমিত থাকবে। কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন মেনে চলব এবং প্রয়োজনীয় জামানত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় পরিশোধে সম্মত রয়েছি।

এ অবস্থায় অবিলম্বে উক্ত ভবনটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
নিহাল হোসেন রানা
১০১, কলেজ রোড
জামালপুর

জামালপুর
১.১২.৯৬

পত্র ১০৩ ॥ তোমাদের এলাকায় খালের ওপর একটি পুল তৈরির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে একটি পত্র লেখ।

চেয়ারম্যান,
সুখীপুর ইউনিয়ন পরিষদ,
ময়মনসিংহ
সমীপে।

বিষয় ঃ **পুল নির্মাণের আবেদন।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, অত্র ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত ফুলতলী গ্রামের মাঝামাঝি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত শিংমারী খালটির ওপর কোন পুল না থাকায় জনগণের চলাচলের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপারের সাময়িক ব্যবস্থা হলেও তা প্রায়ই ভেঙে পড়ে এবং মানুষ ছাড়া অন্য যানবাহন বা পশু পারাপার করা সম্ভব নয়। অনেক সময় অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনা ঘটে অনেকেই ব্যথা পেয়েছে। এই খালের ওপর একটি পুল তৈরি করা হলে জনগণের যাতায়াতের অসুবিধা দূরীভূত হত।

এই অবস্থায় অনতিবিলম্বে উক্ত গ্রামে খাল পারাপারের স্থানটিতে একটা পাকা পুল তৈরির ব্যবস্থা করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
দিলদার আহম্মদ
গ্রামবাসীর পক্ষে

১.১২.৯৬

পত্র ১০৪ ॥ 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের জন্য ন্যায্য মূল্যে সার সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন পত্র রচনা কর।

ব্যবস্থাপক,
সার বিক্রয় কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন,
শেরপুর।

বিষয় ঃ **ন্যায্য মূল্যে সার সরবরাহের অনুরোধ।**

জনাব,

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি এলাকার কৃষকেরা সরকার ঘোষিত 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিবিড় ধান চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, এলাকাটিতে উত্তম ধান জন্মায়। কিন্তু দীর্ঘদিন একই ফসল উৎপাদনের প্রেক্ষিতে এবং উপযুক্ত সার ব্যবহার না করায় জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পেয়েছে। এতে কম ফসল উৎপাদনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন মত সার ব্যবহার করতে পারলে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন এই এলাকায় সফল হয়ে উঠবে।

বর্তমানে বাজারে সারের দাম উর্ধ্বমুখী। অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশি মুনাফার আশায় জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে দরিদ্র কৃষককে অত্যধিক দাম দিতে বাধ্য করছে।

এ অবস্থায় সরকারী ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহ করে দেশের অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনকে সফল করে তোলার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
জাফর হোসেন
শেরপুর

শেরপুর
১.১২.৯৬